aspbd.com
your application service provider
service@aspbd.com
Bangla Dynamic PDF Creator

ইন্টারনেট সংস্করণ আমার দেশ সবার কথা বলে

প্রধান শিরোনাম

# আবারও জঙ্গি প্রচারণা

২০০৯-১০-২৪ : বিশেষ প্রতিনিধি

আবারও জঙ্গিবাদের প্রচারণায় নেমেছে সরকার। কিছু মন্ত্রী, এমপি ও ঊর্ধ্বতন সরকারি আমলা একজোট হয়ে এই মিশনে নেমেছেন। এবার প্রচারণার টার্গেট দেশের ইসলামপন্থী দল ও সংগঠনগুলো। সরকারের জঙ্গি প্রচারণায় এরই মধ্যে দেশের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। আশঙ্কাজনকভাবে কমেছে বিনিয়োগ। ধস নেমেছে রফতানিতে। জনশক্তি রফতানিও হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে যখন দেশের মানুষ সোচ্চার, ঠিক তখনই আবার জঙ্গি প্রচারণা চালিয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহের চেষ্টা চলছে।
বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে নানা কায়দায় জঙ্গিবাদ নিয়ে নানামুখী প্রচারণা চালানো হয়। সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী, আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের শরিক রাজনৈতিক নেতারাও বিভিন্ন সময়ে জঙ্গিবাদের ধুয়া তুলে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করেন। যে কোনো ইস্যুতেই জঙ্গিবাদকে জড়ানো কিছু মন্ত্রী ও এমপির স্বভাবে পরিণত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বিশেষ একটি লক্ষ্য সামনে রেখে সরকারের মন্ত্রীরা জেনেশুনেই এসব করছেন। ক্ষুদ্র স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যারা দেশে জঙ্গিবাদের প্রচার করছেন, তারা মূলত দেশেরই সর্বনাশ করছেন।
বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রী-এমপিদের বক্তব্যে দেশকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র হিসেবে শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই খোদ প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি ও সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে আঞ্চলিক টাস্কফোর্স গঠনের ঘোষণা দিয়ে জঙ্গিবাদকে ইস্যু করেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় নির্বাচনের আগে গত ১৯ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় 'বাংলাদেশে ইসলামী উগ্রবাদের উত্থান-দমন' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেন, সেনাবাহিনীতে ইসলামপন্থী বা ইসলাম ধর্মের অনুসারীর সংখ্যা বাড়ায় দেশে ইসলামী মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের বিস্তার ঘটেছে। ওই লেখায় বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশকে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছিল।
বিডিআর বিদ্রোহের পর বাণিজ্যমন্ত্রী লে. কর্নেল (অব.) ফারুক খান অপ্রাসঙ্গিকভাবেই ওই বিদ্রোহের সঙ্গে জঙ্গিরা জড়িত থাকার কথা বলেন। তদন্তে তার ওই বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় তিনি বলেন, ওটা ছিল তার নিজস্ব অনুমান। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ দেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোকে জঙ্গিদের প্রজনন কেন্দ্র বলে মন্তব্য করেন। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেছিলেন, জঙ্গিদের অর্থায়নে বিভিন্ন এনজিও পরিচালিত হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ১২টি জঙ্গি সংগঠনের তালিকা প্রকাশ করে মাটি খুঁড়ে হলেও জঙ্গিদের বের করে আনার ঘোষণা দেন। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ আরও একধাপ এগিয়ে মাদ্রাসার পাশাপাশি স্কুল-কলেজ, প্রশাসন ও মিডিয়ায় জঙ্গি রয়েছে বলে বক্তব্য দেন। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বাংলাদেশে জঙ্গি পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, দ্রুত জঙ্গিবাদ মোকাবিলা করা না গেলে পাকিস্তানের চেয়েও ভয়াবহ অবস্থা হবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. দীপু মনি মালয়েশিয়ায় ৫৫ হাজার ভিসা বাতিলের সঙ্গে জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগ তোলেন। গত মার্চ মাসে পুলিশ রাজধানীর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতে জঙ্গিরা হামলা করতে পারে মর্মে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আতঙ্ক ছড়ায়।
সরকারের প্রথম কয়েক মাসে জঙ্গিবাদ নিয়ে মন্ত্রী ও রাজনৈতিক নেতারা নানা কথা প্রচার করায় দেশ-বিদেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এরপর কিছুদিন জঙ্গিবাদের প্রচারণা বন্ধ থাকে। সম্প্রতি দেশে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জাতীয় ইস্যু নিয়ে যখন জনমত তৈরি হচ্ছে ঠিক ওই সময়ে আবার জঙ্গিবাদের প্রচারণা সামনে নিয়ে আসা হচ্ছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ, এশিয়ান হাইওয়ের নামে ভারতকে করিডোর প্রদান, বঙ্গোপসাগরে তেল গ্যাস উত্তোলন করে রফতানি, জাতীয় শিক্ষানীতি, বিডিআর বিদ্রোহের বিচার, টিফা চুক্তির মতো স্পর্শকাতর ও জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে মানুষ যখন সোচ্চার হচ্ছে ঠিক তখনই জঙ্গিবাদকে সামনে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন মহল থেকেও পরিকল্পিতভাবে জঙ্গিবাদের নানা কথা প্রচার করা হচ্ছে।
কোনো সন্ত্রাসী তৎপরতায় জড়িত না থাকলেও সরকার হিযবুত তাহ্‌রীরকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করেছে। আরও কিছু ইসলামপন্থী দল ও সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া চলছে। সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী গতকাল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সরকার জঙ্গিবাদ ইস্যুতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। খুব শিগগিরই জঙ্গি সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। সরকারের এ ধরনের কর্মসূচি খুব শিগগিরই দৃশ্যমান হবে। গত বুধবার আওয়ামী লীগ দলীয় এমপি ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস মতিঝিলে বোমা হামলার শিকার হন। ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভায় বলেন, এই হামলার সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠী জড়িত। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিইডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফ বলেন, উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠী ওই হামলার সঙ্গে জড়িত রয়েছে। এভাবে কোনো ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে তদন্তের আগেই জঙ্গি ইস্যু টেনে আনা হচ্ছে। মন্ত্রীদের কথায় অবস্থা এমন মনে হচ্ছে, দেশ জঙ্গিতে ভরে গেছে।
সূত্র জানায়, সরকার জঙ্গিবাদের ইস্যু তুলে এদেশে ইসলামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এজন্য নন-ইস্যুকেও ইস্যু করে জঙ্গিবাদের কথা প্রচার করা হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রচারে দেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের প্রভাব পড়ছে। এরমধ্যে দেশে বিনিয়োগ কমে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে নতুন বিনিয়োগ আসা। ধস নেমেছে রফতানি বাণিজ্যে। জনশক্তি রফতানিও হুমকির মুখে পড়েছে। সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের এ ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ আছে বলে মনে হয় না। তাদের প্রধান এজেন্ডা হয়ে দাঁড়িয়েছে জঙ্গিবাদ।

(সমাপ্ত)